দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 NOV 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা নয়া বেতন কাঠামো প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বেতন কাঠামো সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ জানান, সরকারের ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাদেশ '৭৩ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা

(১ম পৃঃ পর)

সমাজ ইহা মানিয়া নিতে পারেন না। ফেডারেশন আগামী ২৫শে নভেম্বর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এই কর্মসূচীর আওতায় থাকিবে না। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অবিলম্বে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের সভাপতি কে, এ, এম, সাদ উদ্দিন বলেন, সরকারের ঘোষণা প্রহসনমূলক। এই ঘোষণায় ফেডারেশনকে সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজকে হেয় করা হইয়াছে। সরকারী ঘোষণাকে তিনি শুভঙ্করের ফাঁকি বলিয়া মনে করেন।

সম্মেলনে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রোয়েদাদের সহিত ফেডারেশনের দাবী-দাওয়ার পার্থক্য তুলিয়া ধরেন। শিকক্ষদের বেতন সম্পর্কিত দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বলা হয়, সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যাঁহার পি, এইচ, ডি বা এম ফিল ডিগ্রী নাই তিনি বর্তমানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা হইতে এক টাকাও বেশী পাইবেন না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে বর্তমানে প্রাপ্ত বেতনের চাইতে কমিয়া আসিবে। প্রতিবেশী দেশের শিক্ষকদের তুলনা করিয়া সরকারী ঘোষণার ব্যাপারে বলা হয় এই ধারণা আদৌ ঠিক নহে। উৎসব বিনোদন ভাতা সংক্রান্ত সুবিধার ব্যাপারে বলা হয় ইহা বর্তমান প্রথারই পুনরুল্লেখ।

এদিকে অফিসার ও কর্মচারী ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল (শনিবার) কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় নাই। অফিসারগণ দুই দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গত ৯ই নভেম্বর হইতে অব্যাহত ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন।